সংবাদ

তারিখ 06 JUL 2010
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

এনসিটিবির প্রাথমিক উইংয়ের নিয়ন্ত্রণ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর চায় -শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি

রাকিব উদ্দিন

প্রতিবারের মতো আগামী শিক্ষাবর্ষেও যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যের বই সরবরাহ করা নিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কার্যক্রমে উদ্বিগ্ন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয় আর এনসিটিবি'র পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতির দায়ভার নেবে না। তাই প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, পরিবহন ও বিতরণসহ কারিকুলাম প্রণয়নের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত এনসিটিবি'র জনবল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার জন্য এ বিষয়ে রোববার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ডা. আফসারুল আমীন, প্রতিমন্ত্রী মো. মোতাহার হোসেন এবং সচিব আবু আলম মো. শহীদ খান স্বাক্ষরিত একটি চিঠি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেয়া চিঠির সত্যতা স্বীকার করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আবু আলম মো. শহীদ খান গতকাল সংবাদকে বলেছেন, 'প্রতি বছরই পাঠ্যপুস্তক নিয়ে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক চায় : পৃষ্ঠা : ২ ঃ ৫

চায় : গণশিক্ষা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

স্তরের পাঠ্যবই কে ছাপছে, কীভাবে ছাপছে সে বিষয়ে আমাদের জানা প্রয়োজন। তাই এনসিটিবি'র প্রাথমিক উইংয়ের নিয়ন্ত্রণ আমরা চাই। এটি হলে এনসিটিবি'র প্রাথমিক উইংয়ের কাজের জবাবদিহিতা থাকবে এবং শিক্ষার্থীরা সময়মত বই পাবে।'

সংশ্লিষ্টরা জানায়, প্রাথমিক স্তরের বই, মুদ্রণ ও বিতরণ সংক্রান্ত নানা সমস্যা নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সম্প্রতি একটি সভা করেছে। ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই মুদ্রণ ও বিতরণ যথাযথভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই মুদ্রণের কাজে নিয়োজিত এনসিটিবি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলির যাবতীয় কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করার বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়।' এই প্রস্তাবনার ভিত্তিতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

শিক্ষামন্ত্রীকে দেয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, এনসিটিবি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংস্থা। ১৯৮৩ সালে ন্যাশনাল কারিকুলাম এন্ড টেক্সটবুক বোর্ড অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী যখন এনসিটিবি সৃষ্টি হয় তখন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়নি। পরে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং ২০০৩ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু এনসিটিবি'র কার্যক্রম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনেই থেকে যায়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন রকম তত্ত্বাবধান ছাড়াই প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বিতরণসহ কারিকুলাম প্রণয়নের কার্যক্রম এনসিটিবি করে আসছে। অথচ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যর্থতার দায়ভার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বহন করতে হয়। এনসিটিবি'র কোন ব্যর্থতা, গাফিলতি এবং অবহেলা দেখা গেলে সেগুলো শুদ্ধ করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন ক্ষমতাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেই। কারণ সংস্থাটির প্রশাসনিক বিষয় যথা- নিয়োগ, বদলি, বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সবই শিক্ষা মন্ত্রণালয় করে থাকে। অতীতে এসব বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিতে এনে ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা হলেও ফলপ্রসূ অগ্রগতি হয়নি।

সময়মত বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর কর্মসূচি উল্লেখ করে চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের কাছে সময়মত পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়া সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কারো শৈথিল্য গ্রহণযোগ্য নয়। এনসিটিবি'র প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, পরিবর্তন ও বিতরণসহ কারিকুলাম প্রণয়ন কার্যক্রমে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে সময়মত বই মুদ্রণ বা সরবরাহ না দেয়া, শিক্ষাক্রম বিতরণ প্রশিক্ষণ না হওয়া, পরিবীক্ষণ ও কৃতিত্ব অর্জীকার বিষয়ে অতীতে কোন পদক্ষেপ না দেয়া, সর্বোপরি এনসিটিবি'র সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সমন্বয়হীনতা অন্যতম।

অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের কারিকুলাম প্রণয়নের কাজ শুরু করা প্রয়োজন উল্লেখ করে চিঠিতে বলা হয়েছে, 'কারিকুলাম প্রণয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ২০০৩ সালে কারিকুলাম প্রণয়নের পর এই বিষয়ে ৩৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলাম উইং কর্তৃক প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, পরিবর্তনের কোন কাজও করা হয়নি। সাধারণত ৮ বছর পর পর নতুন করে কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া প্রাথমিক স্তরের কারিকুলাম প্রণয়নের কাজ কীভাবে হবে সে বিষয়েও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অবহিত নয় বলে চিঠিতে বলা হয়েছে।